নারী ফোরামের নির্দেশিকা

চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

মুনীরবাগ, নাজির মহল্লা, বরিশাল।

cdsbsl@gmail.com

chandradip development society

প্রকাশ কাল- সেপ্টেম্বর-২০১৩ পুণ:বিন্যাস - নভেম্বর ২০১৬

১.০০. ভুমিকাঃ

চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপসেন্ট সোসাইটি স্থানীয় পর্যায়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান । ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতেই সংস্থাটি গ্রামীন পর্যায়ের প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ণএবং নারীদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের সহিংষতা নিরসনে নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার মোট উপকারভোগীর প্রায় ৯০ ভাগই নারী । নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন, সচেতনতা বৃদ্ধি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ড়গ্রহন, অর্থনৈতিক সহযোগীতা, শিক্ষা, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ তৈরি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, বসতভিটা উচুকরন, সহিংসতা নিরোসন ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছে। চন্দ্রদ্বীপ বিশ্বাস করে নারীদের আত্ন উন্নয়ন ব্যতিত কোন উন্নয়নই টেকসই নয়। তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগীতায় চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি প্রায় ১০ টি উপজেলার ৩০ টি ইউনিয়নে প্রায় দুই লক্ষ উপকারভোগীদের সরাসরি সহেযাগীতা করে যাচ্ছে। বর্তমানে সংস্থায় কর্মরত ৮০ জন কর্মীর মধ্যে ৬২ জন নারী কর্মী রয়েছে। সংস্থার যাবতীয় কর্মকান্ড সুচারুভাবে সম্পাদন করার জন্য নারীরা অগ্রনী ভুমিকা পালন করছে। নারী কর্মীর সংখ্যা আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি, বিদ্যমান সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরন, নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ তৈরি, সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারী কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহন বৃদ্ধি ইত্যাদি সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে এসে দীর্ঘদিন ধরেই সংস্থায় একটি কার্যকর নারী ফোরামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছিল। যার ফলশ্রুতিতে নারী ফোরাম গঠন এবং সাফল্যজনক ভাবে সকল কার্য সম্পাদান করার জন্য এই গঠনতন্ত্র ২০১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ।

বিশ্ব উষ্মায়নে ফলে উপকুলীয় এলাকা বার বার বন্যা, সাইক্লোন, জলোশ্বাসের কবলে পতিত হয়। এর ফলে ব্যাপক যানমালেন ক্ষয় ক্ষতি হয় । বিশেষ করে নারী ও শিশুরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ড় হয় । দূর্যোগ মোকাবেলায় নারীরা অনেকাংশে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে । এক্ষেত্রে নারীদের দূর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করলে দূর্যোগের ক্ষয় ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব । নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারী ফোরামের গঠনতন্ত্রটির বিন্যাস নভেম্বর ২০১৫ সালে করা হয় । আশা করছি নারী ফোরামের গঠনতন্ত্রটির পরিপূর্ন বাস্তবায়ন এবং দিক নির্দেশনা সংস্থা কে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমৃদ্ধ করবে এবং সংস্থায় কর্মরত সকল নারীদের আত্ম মর্যাদা বৃদ্ধি ও আত্ম প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। গঠনতন্ত্রটি শুধু মাত্র একটি বই আকারে না থেকে এর পূনাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যেমে চন্দ্রদ্বীপ নারী বান্ধব সংগঠন হিসেবে সকল স্টেক হোল্ডাদের নিকট পরিচিতি লাভ করবে।

Chandradip development society

২.০০. উদ্দেশ্যেঃ

২.১.০. অন্যতম উদ্দেশ্যে: উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হলো সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এই অধিকারগুলো শুধুমাত্র অবস্থান, বেতন, শর্তাবলী নয় একই সাথে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি, আচরন, মর্যাদা, তৃপ্তিবোধ, সহযোগীতাপূর্ন মনোভাব ইত্যাদির সম্মলিত প্রকাশ। চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিতে কর্মরত সকল নারীর উপরোক্ত অধিকার সমুহের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন, নিশ্চিতকরন, পুরুষ কর্মীদের সাথে সহবস্থানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করাই নারী ফোরামের অন্যতম উদ্দেশ্যে। নারী কর্মীদের সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা

২.২.০.সুনির্দিস্ট উদ্দেশ্য :

১. নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন ও বিকাশ
২. জেন্ডার পলিসি ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. নারী বান্ধব কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা
৪. সংস্থার সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়ায় নারী কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহন
৫. সংস্থার বার্ষিক বাজেটে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্ধ নিশ্চিত করা জন্য এডভোকেসী করা
৬. নারীর ক্ষমতায়ন ও সচেতনতামুলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
৭. নারীদের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী কর্মস্থল, আবাসিক সুযোগ সুবিধা ও অন্যান্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
৮. প্রাতিষ্ঠানিক সকল কাজে নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা
৯. নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি এবং পুরুষ কর্মীর সাথে সহবস্থান নিশ্চিত করা।

we ensure development for all
chandradip
development society

৩.০০.নারী ফোরামের সদস্যেদের শ্রেনীবিন্যাসঃ

সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পূরনের পথে সংশি- ষ্ট সকল নারীরাই যারা কোন না কোন ভাবে অবদান রাখছে তারা সকলেই নারী ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন। নারী ফোরামের কাজ কে গতিশীল ও কার্যকরি করার জন্য নারী ফোরামের সদস্য কারা হবে তা সুনিদ্রিষ্ট করা জর"রী। নারী ফোরামের সদস্য মূলত: দুই ধরনের হবে।

০১. সাধারন কমিটির সদস্য

০২. কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

৩.১.০.সাধারন কমিটির সদস্যবৃন্দঃ সংস্থায় কর্মরত সকল নারী কর্মী, সাধারন পরিষদের সদস্য ও নারী স্বেচ্ছাসেবক এই ফোরামের সাধারন কমিটির সদস্য বলে বিবেচিত হবে। (সর্বমোট ৮২ জন)

- বেতনভুক্ত সকল নারী কর্মী (নভেম্বর ২০১৫ সালের মানব সম্পদ বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩১জন)
- বেতনভুক্ত সকল নারী ভলান্টিয়ার (নভেম্বর ২০১৫ সালের মানব সম্পদ বিভাগের প্রতিবেদন ৩০ জন)
- সংস্থার সাধারন পরিষদের সকল নারী সদস্যবৃন্দ (১৩ জন)
- সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সকল নারী সদস্যবৃন্দ (৩ জন)

৩.২.০ .কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দঃ প্রতি দুই বছর পর পর সাধারন কমিটির সদস্যবৃন্দ দ্বারা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন ।

- সংস্থার বর্তমান জেন্ডার ফোকাল পার্সন আহবায়ক হিসেবে থাকবেন।
- নির্বাহী পরিষদ ও সাধারন পরিষদের মধ্যে হতে দুই/তিন জন সদস্য থাকবেন
- চলমান প্রকল্প হতে একজন করে নারী কর্মী থাকবেন সেক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের নারী কর্মীদের অন্র্ভুক্ত নিশ্চিত করন (ফিল্ড লেভেল, মিডলেভেল, টপ লেভেল)

We ensure development for all
chandradip development society

৪.০০. বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ:

ক্রম নং	নাম	পদবী ও প্রকল্প	কমিটিতে পদবী
০১	আফরোজা আক্তার শিউলি	সদস্য নির্বাহী পরিষদ	সভাপতি
০২	মোসা: আসমা আক্তার	সদস্য সাধারণ পরিষদ	সহ সভাপতি
০৩	মাধুরী বাড়ৈ	জেন্ডার ফোকাল পার্সন	আহবায়ক
০৪	সামিয়া আলী অন্যা	তথ্য অফিসার	সদস্য
০৫	তানিয়া আক্তার	ক্রেডিট অর্গাইনাজার	সদস্য
০৬	ইয়াসমিন সুলতানা	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	সদস্য
০৭	রিনা বেগম	অফিস সহকারি	সদস্য
০৮	লক্ষ্মী রানী দাস	সেচ্ছাসেবক	সদস্য
০৯	মনিরা পারভীন মিনু	সেচ্ছাসেবক	সদস্য

chandradip development society

৫.০০.নারী ফোরামের কার্যাবলীঃ

১. বার্ষিক সাধারন নারী ফোরামের মিটিং এর আয়োজন করা

২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং এর আয়োজন করা

৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ নীতিমালার পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়নে ফলোআপ করা

৪. জেন্ডার পলিসি যুগপযোগীকরনে ভুমিকা পালন

৫. সংস্থার বিদ্যমান পলিসি অনুযায়ী নারীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করনে অগ্রনী ভুমিকা পালন

৬. প্রকল্পভিত্তিক মাসিক কর্মী সমন্বয় সভায় নারী ফোরামের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহন এবং নারীদের একান্ত বিষয় নিয়ে পৃথক আলোচনা

৭. আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮. মানবধিকার দিবস উদযাপন

৯. সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার বিষয়ক কাজে এডভোকেসী করা।

১০. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যারা নারীর ক্ষমতায়ন কাজ করে তাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা

১১. সংস্থার ব্যবস্থাপনা টিমের সাথে নারী কর্মীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এডভোকেসী করা

১২. যৌন হয়রানী ও নারী সহিংষতা বিষয়ক কোন বিষয় উত্থাপিত হলে নীতিমালার আলোকে নিরসন করা

১৩. পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীর সহবস্থান নিশ্চিত করা

১৪. সংস্থার বার্ষিক বাজেটে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্ধ রাখার জন্য ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে এডভোকেসী করা

১৫. দূর্যোগে কমিউনিটি পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমিকা রাখা

chandradip development society

৫.১.১.০.সুনিদ্রিষ্ট দায়-দায়িত্বঃ

নারী ফোরাম কে শক্তিশালীকরন, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনিদ্রিষ্টকরন, সকল কর্মীর নিকট পরিচিতি লাভকরন এবং সর্বপরি চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি সংস্থাকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারী-বান্ধব সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারী ফোরামের সকল সদস্যদের গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রয়েছে। নারী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের কিছু সুনিদ্রিষ্ট দায়-দায়িত্ব নিম্নে উলেণ্টখ্য করা হলো। যা পালনে তারা বদ্ধ-পরিকর থাকবেন।

সভাপতি :

- নির্দিস্ট সময় অন্তর আহবায়কে মিটিংএর আয়োজন করতে বলা ।
- মিটিংএ সভাপতিত্ব করা এবং মিটিং এর রেজুলেশন রিভিউ করা ।
- সুপারিশসমুহ বাস্ড়বায়নে আহয়বায়ক কে সহযোগীতা করা
- কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ।
- বিভিন্ন সমন্বয়সভায় উপস্থিত থাকা এবং অভিযোগ থাকলে তুলে নিয়ে আসা।
- নারী দিবস উদযাপনে অগ্রনী ভুমিকা পালন করা।

সহ সভাপতি :

- সভাপতির অনুপুস্তিতে তার দায়িত্ব পালন করা ।
- মিটিংএ সভাপতিকে সহায়তা করা এবং মিটিং এর রেজুলেশন রিভিউ করা ।
- সুপারিশসমুহ বাস্তবায়নে আহবায়ক কে সহযোগীতা করা।
- কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ।
- বিভিন্ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকা এবং অভিযোগ থাকলে তুলে নিয়ে আসা।
- নারী দিবস উদযাপনে অগ্রনী ভুমিকা পালন করা

we ensure development for all
chandradip development society

আহবায়ক ঃ

- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় নারী ফোরাম কমিটির মিটিং এর আয়োজন করবেন
- মিটিং এ উত্থাপিত সুপারিশমালাসহ মিটিং রেজুলেশন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে প্রেরন
- সুপারিশমালা বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
- জেন্ডার অভিযোগ বক্সহতে সপ্তাহের শেষ কর্ম দিবসে অভিযোগ গ্রহন করা।
- কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা নীতিমালার আলোকে সুরাহা করার জন্য অগ্রনী ভুমিকা পালন করা।
- নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করবেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য তদারকি করা।
- অভিযোগের ভিত্তিতে কোন তদন্ত্র কমিটি গঠন হলে তার নেতৃত্বে থাকা
- প্রকল্প প্রস্ড়াবনার সময় জেন্ডার বিষয় বিবেচনা করে পর্যাপ্ত বাজেট রাখার জন্য ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের সাথে এডভোকেসী করা
- নারী ফোরামের সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা
- ত্রৈমাসিক মিটিং এর মাধ্যমে সমস্যাসমুহ চিহ্নিত করা এবং সমাধানের সুপারিশসমুহ ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহন করা।
- যৌন হয়রানী বিষয়ক কোন গঠনা সংগঠিত হলে তা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে নিয়ে আসা এবং নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করতে অগ্রনী ভুমিকা পালন করা।
- নারী বান্ধব কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন।
- দূর্যোগে কমিউনিটি পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমিকা রাখা

chandradip development society

সদস্যঃ

- নারী ও পুরুষ কর্মীদের মাঝে কোন আচরনগত সমস্যা পরিলক্ষিত হলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা
- সমস্যা জটিল হলে তা ত্রৈমাসিক মিটিং এ উপস্থাপন করা বা সরাসরি আহবায়ক কে অবহিত করা
- নির্ধারিত দায়িত্বের পাশাপাশি নারী-বান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাওয়া
- সংস্থার বিদ্যমান নীতিমালা চর্চা করা এবং উন্নয়ন যোগ্য কোন দিক চিহ্নিত করতে পারলে তা সংযোগ করার জন্য এডভোকেসী করা।
- দূর্যোগে কমিউনিটি পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমিকা রাখা ।

৬.০.০. প্রত্যাশিত ফলাফল সমুহঃ

চন্দ্রদ্বীপ বিশ্বাস করে হঠাৎ করেই কোন কিছুই অর্জন সম্ভব নয় ইহা একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং চলমান প্রক্রিয়া। নারী ফোরামের কার্যকারী বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফল সমুহ অর্জিত হবে বলে সংস্থা বিশ্বাস করে।

- ✓ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে
- ✓ নারী কর্মীদের আত্ম বিশ্বাস ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে
- ✓ নারী কর্মীগন পারিবারিক ভাবে কিংবা সাংগঠনিক ভাবে কোন অনায্যতা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন এবং তার প্রতিবাদ করতে সাহসী হবেন
- ✓ নারী কর্মীগন নিজেদের মধ্যে একটি যোগসূত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন
- ✓ মাসে বা দুই মাসে একদিন নারী কর্মীরা তাদের মনের কথা খুলে বলতে পারবেন
- ✓ পুরুষ কর্মীদের মন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবেন
- ✓ অনেক কর্মীর পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতে নারী ফোরাম সক্ষমতা অর্জন করবেন ।
- ✓ নারী ফোরামের নেতৃস্থানীয় কর্মীগন জেন্ডার বিষয়ক ধারনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেবেন এবং উক্ত বিষয়ের উপর বিভিন্ন ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ মিটিং নিজেরাই পরিচালনা করবেন।
- ✓ নারী ফোরামের সদস্যরা দূর্যোগে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবেন ।
- ✓ নারী কর্মীগন নারী ফোরামের মাধ্যমে সাহসী ও আত্ম বিশ্বাসী হয়ে উঠেবেন যার ফলশ্রুতিতে নারী কর্মীগন কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেতে তাদের লব্দ জ্ঞ্যান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে

chandradip development society

সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন।

৭.০.০ উপসংহারঃ

নারী বান্ধব সংস্থা হিসেবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যে সুনাম চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির রয়েছে তাকে আরো বেগবান ও গতিশীল করবে নারী ফোরামের পূর্নাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন এই বিশ্বাস রেখেই এই ফোরাম টির গঠনতন্ত্রের পুণঃ বিন্যাস করা হলো। প্রয়োজনে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নারী ফোরামটি সংস্থায় কর্মরত সকল নারী কর্মীর আত্ম মর্যাদার উন্নয়ন এবং নারী নেতৃত্বে আত্ম প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। নারী ফোরাম সংস্থায় কর্মরত নারী কর্মীদের প- াটফরম হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যেখানে নারীরা নিশ্চিন্ড়ে এবং নির্বিঘ্নে তাদের সকল সমস্যা সমাধান, নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করবে একই সাথে সংস্থা কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগীতা করবে।

==========

chandradip development society